মুনাফিকদের মসজিদ বনাম মুত্তাকিদের মসজিদ।

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

-আর কেউ কেউ এমন "মুনাফিক" আছে যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে শুধুমাত্র (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করার জন্য, কুফর প্রচার করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ওই ব্যাক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য যে পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। আর তারা শপথ করবে, "আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছিলাম," কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। (০৯:১০৭)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ

-হে নবী! তুমি কখনো সেখানে সালাত আদায় করো না। অবশ্যই, যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা তোমার সালাতের জন্য অধিক উপযুক্ত। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্র থাকতে পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। (০৯:১০৮)

মাসজিদুল যিরা ও মাসজিদুত তাকওয়া

এই আয়াতগুলির শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাদীনায় আগমনের পূর্বে সেখানে খাযরাজ গোত্রের একটি লোক বাস করত যার

নাম ছিল আবূ আমির রাহিব। অজ্ঞতার জাহিলিয়াতের যুগে সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আহলে কিতাবের জ্ঞান লাভ করেছিল। নিজ গোত্রের মধ্যে মর্যাদা লাভ করেছিল। জাহিলিয়াতের যুগে সে বড় আবিদ লোক ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হিজরাত করে মাদীনায় গমন করেন এবং মুসলিমরা তাঁর কাছে একত্রিত হতে শুরু করে ও ইসলামের উন্নতি সাধিত হয় এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জয়যুক্ত করেন, তখন এটা অভিশপ্ত আবূ আমিরের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। সুতরাং সে খোলাখুলিভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং মাদীনা হতে পলায়ন করে মাক্কার কাফির ও মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়। তাদেরকে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ফলে আরাবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয় এবং উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

অবশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করেন। তবে পরিণাম ফলতো আল্লাহভীরুদের জন্যই বটে। ঐ পাপাচারী (আবূ আমির) উভয় ক্যাম্পের মাঝে কয়েকটি গর্ত খনন করে রেখেছিল। একটি গর্তে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়ে যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর মুখমন্ডল যখম হয় এবং নীচের দিকের সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর পবিত্র মাথাও যখম হয়। যুদ্ধের শুরুতে আবূ আমির তার কাওম আনসারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁদেরকে সম্বোধন করে। তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য দা'ওয়াত দেয়। তখন আনসারগণ আবূ আমিরের এসব কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন তখন তারা তাকে বললেন : 'ওরে নরাধম ও পাপাচারী! ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন!'

এভাবে তারা তাকে গালাগালি করেন ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন। তখন সে বলে: আমর পরে আমার কাওম আরও বিগড়ে গেছে।'

এ কথা বলে সে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে তার মাদীনা হতে পলায়নের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং কুরআনের অহী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধচারণ করে।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার প্রতি বদ দু'আ দেন যে, সে যেন নির্বাসিত হয় এবং বিদেশেই যেন সে মৃত্যুবরণ করে। এই বদ দু'আ তার প্রতি কার্যকরী হয়ে যায় এবং এটা এভাবে সংঘটিত হয় যে, জনগণ যখন উহুদ যুদ্ধ শেষ করলো এবং সে লক্ষ্য করলো যে, ইসলাম দিন দিন উন্নতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তখন সে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর কাছে গমন করলো এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলো। সম্রাট তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করলো।

সে তার আশা পূর্ণ হতে দেখে হিরাক্লিয়াস কাছেই অবস্থান করল। সে তার কাওম আনসারগণের মধ্যকার এ বলে চিঠি পাঠিয়ে দিল : 'আমি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অমরা তাঁর উপর জয়যুক্ত হব এবং ইসলামের পূর্বে তার অবস্থা যেমন ছিল তিনি ঐ অবস্থায়ই ফিরে যাবেন।'

সে ঐ মুনাফিকদের কাছে চিঠিতে আরও লিখল যে, তারা যেন তার জন্য একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে রাখে। আর যেসব দূত তার নির্দেশনামা নিয়ে যাবে তাদের জন্যও যেন অবস্থানস্থল ও নিরাপদ জায়গা বানানো হয়, যাতে সে নিজেও যখন যাবে তখন সেটা গুপ্ত অবস্থান রূপে ব্যবহার করা যায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মুনাফিকরা মাসজিদে কুবার নিকটেই মাসজিদের বহানায় আর একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ওটাকে পাকা করে নির্মাণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবূক অভিমুখে বের হওয়ার পূর্বেই তারা নির্মাণ কাজ শেষ করে ফেলে।

অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাছে এসে আবেদন করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন তাদের ওখানে যান এবং তাদের মাসজিদে সালাত আদায় করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে এই সনদ হয়ে যায় যে, ঐ মসজিদটি স্বীয় স্থানে অবস্থানযোগ্য এবং এতে তাঁর সমর্থন রয়েছে। তাঁর সামনে এরা বর্ণনা করে যে, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকদের জন্যই তারা ঐ মাসজিদটি নির্মাণ করেছে এবং শীতের রাতে দূরের মাসজিদে যেতে অক্ষম হলে তাদের ঐ মাসজিদে আসা সহজ হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ঐ মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বললেন "এখনতো আমরা সফরে বের হওয়ার জন্য ব্যস্ত রয়েছি, ফিরে এলে আল্লাহ চানতো দেখা যাবে।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুক হতে মাদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাদীনায় পৌঁছাতে এক অথবা দিনের পথ বাকী থাকে বা তার চেয়ে কিছু কম, তখন জিবরাঈল (আঃ) মসজিদে যিরারের খবর নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হন এবং মুনাফিকদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেন যে, মসজিদে কুবার নিকটে আর একটি মাসজিদ নির্মাণ করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে ঐ কাফির ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্য। মাসজিদে কুবা হচ্ছে এমন এক মাসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে। এটা জানার উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

মাদীনা পৌঁছার পূর্বেই কিছু লোককে মাসজিদে যিরার বিধ্বস্ত করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

আলী ইবন আবী তালহা (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিল আনসারের কিছু লোক যারা একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং আবূ আমির তাদেরকে বলেছিল : 'তোমরা একটি মাসজিদ নির্মাণ কর এবং যথাসম্ভব সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাবপত্র লুকিয়ে রাখ, আর ওটাকে আশ্রয়স্থল ও গুপ্তস্থান বানিয়ে নাও। কেননা আমি রোম বাদশাহর নিকট যাচ্ছি। রোম থেকে আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসব এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে মাদীনা হতে বের কর দিব।'

সুতরাং মুনাফিকরা মাসজিদে যিরারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) র কাছে হাযির হয় এবং আবেদন করে। 'আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাদের মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য দু'জ করবেন।' তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/ ৪৯০)

যারা এ মাসজিদটি নির্মাণ করেছিল তারা শপথ করে বলেছিল :

'আমরাতো সৎ উদ্দেশেই এর ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা।'

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসজিদুল কুবার ক্ষতি সাধন করা, কুফরী ছড়িয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ-

বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গোপন ঘাঁটি বানিয়ে এবং যেখানে তাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ঐ লোকটি হচ্ছে ফা ফাসিক আবু আমির যাকে রাহিব বা আবিদ বলা হতো। আল্লাহ তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

<u>মাসজিদুল কুবার মর্যাদা:</u>

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মাসজিদুল যিরায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সালাত আদায় না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুসারী এবং উম্মাতও শামিল রয়েছে। অতঃপর মসজিদে কুবায় সালাত আদায় করতে তাদেরকে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম থেকেই মাসজিদে কুবার ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে। এখানে মুসলিমরা পরস্পর মিলিত হয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ করে। এটাই হচ্ছে ইসলাম ও আহলে ইসলামের আশ্রয়স্থল। এ জন্যই আল্লাহ বলেন:

অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এরই উপযোগী যে, তুমি তাতে সালাতের জন্য দাঁড়াবে।

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন: 'মাসজিদে কুবায় সালাত সুদায় করা (সাওয়াবের দিক দিয়ে) একটি উমরাহ করার মত।' (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১/৪৫২)

আরও সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদে কুবায় কখনও সাওয়ার হয়ে আসতেন এবং কখনও পদব্রজেও আসতেন।

(ফাতহুল বারী ৩/৮২, মুসলিম ১৩৯৯)

উওয়াইম ইবন সাঈদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদে কুবায় তাদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন: তোমাদের মাসজিদের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে উ উত্তম ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তোমরা যদ্বারা পবিত্রতা লাভ করে থাক সেটা কি?'

তারা উত্তরে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আল্লাহর শপথ, আমরাতো এটা ছাড়া আর কিছুই জানিনা যে, ইয়াহুদীরা আমাদের শত্রু ছিল। তারা পায়খানার কাজ সেরে পানি দ্বারা তাদের গুহ্যদ্বার ধৌত করত। সুতরাং আমরাও তদ্রূপ করে থাকি।' (আহমাদ ৩/৪২২)

ইবনে খুজাইমাহ (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ লিখেছেন। (হাদীস নং ১/৪৫)

যে প্রাচীন মাসজিদগুলির প্রথম ভিত্তি এক ও লা-শারিক আল্লাহর ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিতে সালাত আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। জমা'আতে সালিহীন ও ইবাদে আমিলীনের সাথে সালাত আদায় করা উচিত যথানিয়মে পূর্ণ মাত্রায় উযূ করা দরকার, আর অপবিত্রতা হতে মুক্ত থাকা উচিত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের সালাত আদায় করান এবং তাতে সূরা রূম পাঠ করেন। পাঠে তাঁর কিছু ত্রুটি হয়। সালাত শেষে তিনি বলেন : কুরআন পাঠে আমরা মাঝে মাঝে ভুল করি। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও রয়েছে যে আমার সাথে সালাত আদায় করে, কিন্তু উত্তম রূপে উযূ করেনা। সুতরাং যে আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে চায় তার উচিত উত্তম রূপে উযূ করা। (আহমাদ ৩/৪৭১, ৪৭২)

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

- কোনটি উত্তম: যারা তাদের ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছিল আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর, নাকি যারা এমন একটি ভাঙা পাহাড়ের কিনারায় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছিল যা তাদের সাথেই জাহান্নামের আগুনে ধসে পড়েছিল? আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (০৯:১০৯)

لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তারা যে ইমারত যা নির্মাণ করা হয়েছে তা সোডা তাদের মনে খটকা সৃষ্টি করবে যতক্ষণ না তাদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (০৯:১১০)

মাসজিদুল তাকওয়া ও মসজিদুল যিরা র মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যারা মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করেছে ও যারা মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ইচ্ছে করেছে ও যারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে ওই মসজিদকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছে, তারা কখনো সমান হতে পারে না। ওই মসজিদে যিরারের ভিত্তি যেন এক গহব্বরের কিনারার উপর স্থাপন হয়েছে, যা ধ্বংসে পড়ার উপক্রম। অতৎপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের মধ্যে পন্ডিত হয়েছে।

যারা সীমালংঘন করে আল্লাহ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না। অর্থাৎ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ সম্মোধন করেন না।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন : আমি মাসজিদে যিরারটি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশক্রমে যখন তাতে আগুন তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল।' (তাবারী ১৪/৪৯৩)

ঐ ইমারাত যা তারা নির্মাণ তা সর্বদা তাদের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে। এর কারণে তাদের আর নিফাকের বীজ বপন করার কাজ চলতে থাকবে, যেমন গো-বৎস পূজারীদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিল।

ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাবীব ইব্‌ন আবী শাবিত বাহহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) এবং আলেমদের আরও অনেকে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না তারা মৃত্যু বরণ হয়। (তাবারী ১৪/৪৯৫-৪৯৭)

অবশ্যই যদি তাদের সেই অন্তরই ধ্বংস হয়ে তাহলেতো কোন কথাই থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের আমলগুলি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ও তিনি ভালো ও মন্দের প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে মহাজ্ঞানী ও বড়োই বিজ্ঞানময়।